গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১
www.lawjusticediv.gov.bd

নং-১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.২১.১৬.১১৪৫

তারিখঃ ০২ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য বেগম মোসাম্মাৎ আরিফুন্নাহার এর বিরুদ্ধে খুলনা জজশীপে সিনিয়র সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় গত ২৯/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পর হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর অভিযোগের দায়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৪/২০১৬ রুজুক্রমে তাঁর বরাবর অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী যথারীতি জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনরূপ জবাব দাখিল না করায় উক্ত বিভাগীয় মোকদ্দমাটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা, সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী **'অসদাচরণ'** ও **'ডিজারশন'** এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী **"চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)"** দন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু উপরিউক্ত অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কেন চাকরি হতে অপসারণ করা হবে না তৎমর্মে একই বিধিমালার ৭(৬) বিধি অনুযায়ী ২য় বারের মত কারণ দর্শানো হয়, যা যথারীতি জারি করা হয় এবং একইসাথে দু'টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনরূপ লিখিত জবাব দাখিল না করায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী **'অসদাচরণ'** ও **'ডিজারশন'** এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী **"চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)"** দন্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ যাচনা করা হলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য অভিযুক্ত বেগম মোসাম্মাৎ আরিফুন্নাহার-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী **'অসদাচরণ'** ও **'ডিজারশন'** এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী **"চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)"** এর দন্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো, যা গত ০১/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

১৭/১২/২০১৯

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

নং-১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.২১.১৬.১১৪৫/১(১২)

তারিখঃ ০২ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২. জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪. জনসংযোগ কর্মকর্তা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫. সচিবের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।
৬. উপ-পরিচালক, ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
উপরের প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, ৫ম তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, খুলনা।
৯. প্রোগ্রামার, আইন ও বিচার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১০. গার্ড ফাইল।
১১. অফিস কপি।
১২. বেগম মোসাম্মাৎ আরিফুন্নাহার, প্রযত্নে ঃ এফ.এম. ইস্হাক আলী, গ্রাম ঃ মাছনা, ডাকঘর ঃ মাছনা মাদ্রাসা, থানা ঃ মনিরামপুর, জেলা ঃ যশোর।

১৭/১২/১৯

(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৪৩১।